ছায়া পাবলিকেশন

মহামারি কথা

প্রসঙ্গ বাংলা সাহিত্য

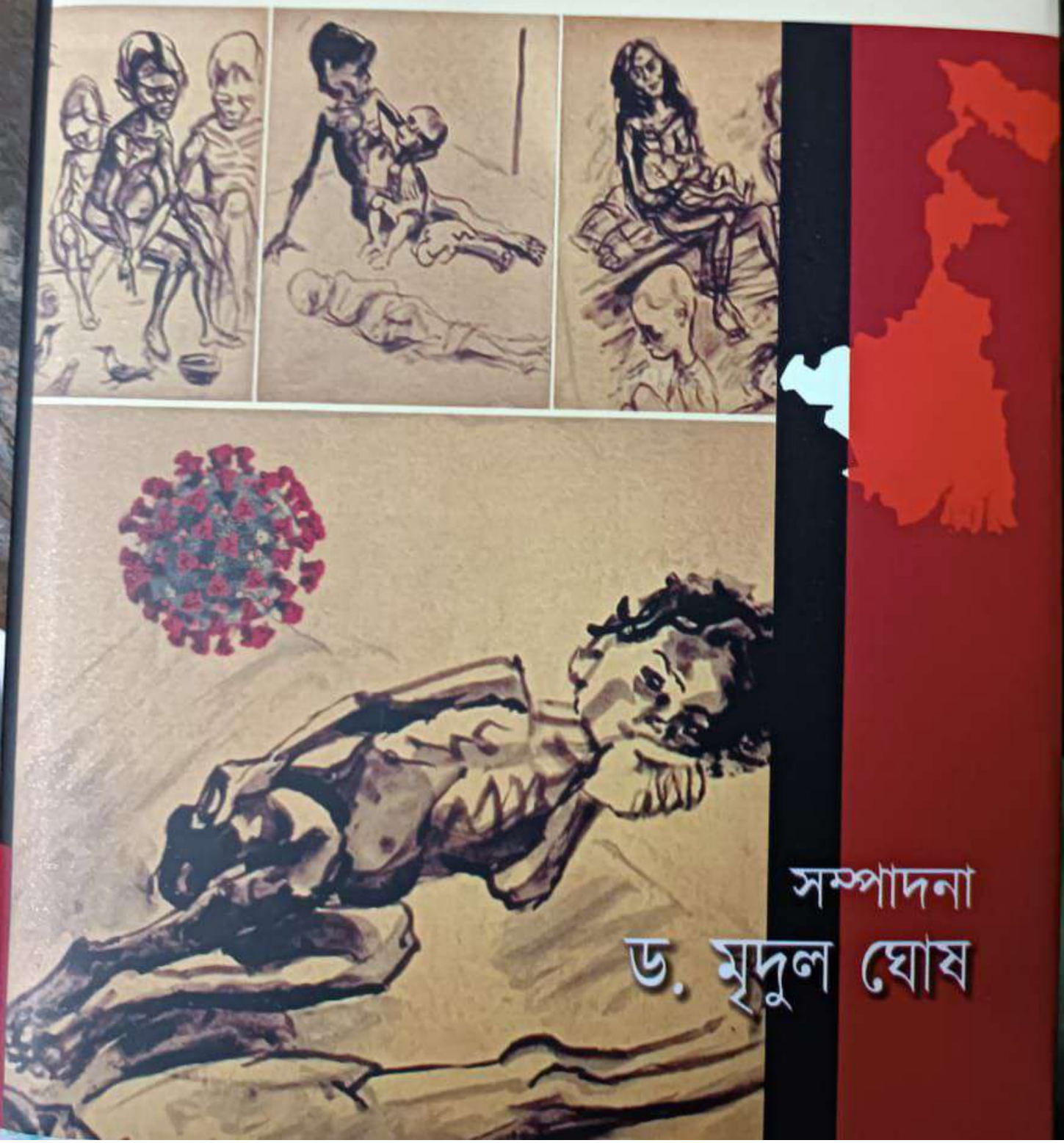

সম্পাদনা
ড. মৃদুল ঘোষ

বরুন সাট		১৬১
মহামারি প্রসঙ্গ ও প্রভাব : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে	ড. রণজিৎ কুমার বাউলিয়া	১৭১
শরৎ সাহিত্য : মহামারি	রুম্পা মণ্ডল	১৮৩
শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত : মহামারির খোঁজে		
বর্তমানের প্রাসঙ্গিকতায় অতিমারি ও শরৎচন্দ্রের একটি উপন্যাস	ড. শর্মিলা ঘোষ	১৮৮
বাংলা উপন্যাসে মহামারি ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক'	ড. মৌসুমী পাল	১৯৮
মহামারির প্রেক্ষাপটে 'মালঙ্গীর কথা'	ড. দীপক সাহা	২০৮
'ধাত্রীদেবতা' : মহামারির প্রতিচ্ছবি	রোকেয়া পারভীন	২১৫
মহামারির নানাদিক: 'অশনি সংকেত' ও 'চিন্তামণি' উপন্যাস অবলম্বনে	অনিন্দিতা গাইন	২২৪
'গণদেবতা' উপন্যাসে মহামারি প্রসঙ্গ	ড. প্রণব কুমার মাহাতো	২৩২
তারাশঙ্করের বোবা কান্না : মহামারি ও আত্মিক সঙ্কট	ড. চিত্রা সরকার	২৪০
মহামারি ও বনফুলের ছোটগল্প :একটি অন্তর্বর্তী বিশ্লেষণ	অরীন্দ্রজিৎ ব্যানার্জী	২৪৬
মহামারি ও মানবিকতা : প্রসঙ্গ দীপক চন্দ্রের 'ভারততীর্থে নিবেদিতা' উপন্যাস	শুক্লা গাঙ্গুলী	২৫২
উনিশ-বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে প্লেগের প্রেক্ষাপটে 'মহাস্থবির জাতক'	ড. সঞ্চিতা বসু	২৬০
সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'কালোঘোড়া' উপন্যাসে পঞ্চাশের মন্বন্তরের ছায়া : একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন	সুজন সাহা	২৬৮
মন্বন্তর-মহামারির চালচিত্র : প্রেক্ষিত ননী ভৌমিকের 'একটি দিন ১৯৪৪' ও অন্যান্য	ড. গৌতম দাস	২৭৭
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে মহামারি ও তার উত্তরণের পথ	আকবর হোসেন	২৮৬
বাংলা ছোটোগল্পে পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রতিচ্ছবি	বাসব দাস	২৯৪
'কালোজল' ও 'পুঙ্করা' গল্পে মারির বিরুদ্ধে মানুষ : অস্তিত্ব সংকটের অবসান	ড. শেফালী মণ্ডল	৩০২

বর্তমানের প্রাসঙ্গিকতায় অতিমারি ও শরৎচন্দ্রের একটি উপন্যাস

ড. শর্মিলা ঘোষ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে নানা সময় সমকালীন বাস্তবতায় রূপ পেয়েছে মারি ও মহামারির প্রসঙ্গ বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে মহামারি বা অতিমারি বাংলা সাহিত্যে এলেও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠতে পারেনি, সাহিত্যের মূল ভারকেন্দ্র হয়ে ওঠেনি। বস্তুত ফরাসী ঔপন্যাসিক অ্যালবেয়ার ক্যামুর 'দ্য প্লেগ' যে অর্থে অতিমারির সাহিত্য হয়ে উঠেছে, বাংলা সাহিত্যে কিন্তু তেমনটা খুবই বিরল, নেই বললেই চলে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোন বিশেষ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বোঝাতে; তাঁর সেবাব্রতী রূপ ফুটিয়ে তুলতে অথবা জীবনযাপনের কোন পর্বের অনুঘটক রূপে এই মহামারিকে আনা হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে মহামারি যে কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে ওঠেনি তার একটা কারণ হল বাংলাদেশে 'মারি' কোন নতুন শব্দ নয়। দীর্ঘকাল ধরে কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি রোগ নিয়ে বাঙালির যাপন। কবি বলেছেন—'মন্বন্তরে মরি না আমরা/ মারী নিয়ে ঘর করি'।[১] এ কারণেই হয়তো প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই সব রোগের বর্ণনা বিশেষ নেই। বেশির ভাগ রোগের ক্ষেত্রেই একজন দেব-দেবীর সংযুক্তি; তাঁর অসন্তোষে রোগের প্রাদুর্ভাব এবং তাঁকে তুষ্ট করেই রোগমুক্তি। তারই সঙ্গে রয়েছে অদৃষ্টকে দায়ী করা। অদৃষ্টবাদী ভাবনা, এমনটাই ছিল বাংলার পারিবারিক-সামাজিক-ধর্মীয় কাঠামো সামাজিক ক্ষেত্রে যখন মহামারিকে এভাবে দেখা হচ্ছে তখন সাহিত্যে আসবে কী করে? আর এলেও তা অনুষঙ্গ হিসেবেই এসেছে। এ তো বাৎসরিক আয়োজন।

এবার আমরা দেখে নিতে পারি 'মারী'/'মহামারী'/'অতিমারী' শব্দগুলির ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা 'মারি' বা 'মারী' শব্দটির আভিধানিক অর্থ—'মড়ক'। সংক্রামক রোগাদিহেতু ব্যাপক লোকক্ষয়। [সং মৃ + নিচ্ + ই,ঈ (ভো)] প্রধানত ব্যাপ্তির মাত্রা অনুসারে 'মারী', 'মহামারী' এবং 'অতিমারী'র প্রকারভেদ ইংরেজিতে বলা হচ্ছে 'Endemic', 'Epidemic' এবং 'Pandemic'. তবে ইংরেজি শব্দ তিনটির অর্থে যেমন প্রতিটি ভাগ স্পষ্ট, বাংলায় তেমনটা নয়। 'মারী' এবং 'মহামারী'র আভিধানিক অর্থ একই।